দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মাদকসহ নানা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে দুটি ফুটবল, দুই সেট জার্সি ও দুই সেট এংলেট (শিনগার্ড) উপহার প্রদান করা হয়। একই দিনে জয়রামপুর ডি.এস. দাখিল মাদ্রাসায়ও দুটি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

এ সময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম,৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে মাদক, অপরাধ ও বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। সুস্থ বিনোদন ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হবে, তেমনি দেশ ও সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবেও গড়ে উঠবে।

সেই লক্ষ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে এসব ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাঠমুখী তরুণরাই আগামী দিনের সম্পদ। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা যেন মাদক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, সে উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি

এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মশাল মিছিল করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে ঝাউবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন।

সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন নিয়ে মিছিল বের করে পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তাই দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক

আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুর রহমান ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব পেলেন শওকত আরা ঊর্মি

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় দলটির ৩৬ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের ৭৯টি আসনের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, এখন থেকে অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি মেহেরপুর সদর ও গাংনী এই দুটি আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) প্রদান করতে পারবেন।

অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার পখমসার গ্রামের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঝিনাইদহে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের ৩০০ নেতাকর্মী

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্তত ৩০০ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বাঘাডাঙ্গা মহিউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

আয়োজকদের দাবি, যোগদানকারীদের মধ্যে জামায়াতের শতাধিক নারী কর্মীও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনির হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দবির উদ্দিন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ফুটানসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি বলেন, “বিএনপির গণমুখী রাজনীতি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।”

সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী একজন কর্মী বলেন, “দীর্ঘদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিএনপির কার্যক্রম ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমরা একসঙ্গে দলে যোগ দিয়েছি। ভবিষ্যতে দলের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেব।”

অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন ও খাবার বিতরণ

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দামুড়হুদায় আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি।
শনিবার দামুড়হুদা বাজারে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে দলীয় নেতাকর্মীরা বাজার এলাকার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে গিয়ে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অবিস্মরণীয় নাম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরবর্তীতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলার উদ্যোগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের সংকটময় সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জাতিকে নতুন স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসের পথ দেখিয়েছিলেন। বক্তারা আরও বলেন, জিয়াউর রহমানের আদর্শ ছিল আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর কর্মময় জীবন ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ,নেতৃবৃন্দসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠান শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণ কামনা করা হয়। পরে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা আসাদুল্লাহ খাঁনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান।

বিসিবির জেলা প্রতিনিধি হাসিবুর জামান স্বপনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন, স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি গুরুদাস হালদার।

আরো বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা কাজি মিজান মেনন, মাজেদ রহমান, সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহির হোসেন চঞ্চল, জাসাসের জেলা সভাপতি বাকা বিল্লাহ।

অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মরহুমা সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমানের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের পথে হাঁটতে শুরু করেছে

এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, “বর্তমান বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের পথে

হাঁটতে শুরু করেছে। তারা পুলিশকে দলীয় লাঠিয়াল বাহিনীর মতো ব্যবহার করতে চাইছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে।”

গতকাল সোমবার বিকেল ৬টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে স্থানীয় এনসিপি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

গত ২২ মে ঝিনাইদহে এনসিপির কেন্দ্রীয় মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ ও হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় এনসিপি ও জেলা ছাত্রদল পাল্টাপাল্টি মামলা করে। ছাত্রদলের দায়ের করা মামলায় এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজাসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, “আইনমন্ত্রীর জেলা ঝিনাইদহ। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখানকার আইন আদালত সরকারের একটি মহলের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের আশা ছিল পুলিশ জনগণের বাহিনী হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিজেদের সরকারপন্থি হিসেবে উপস্থাপন করছেন।”

হাসনাত আবদুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, “সরকার আওয়ামী লীগের মতো বিচার বিভাগ ও পুলিশকে দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আওয়ামী লীগ এ কারণেই জনরোষে বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সরকারও যদি একই পথে হাঁটে, তাহলে জনগণ তা মেনে নেবে না।”

তিনি আরও বলেন, “আজ বিএনপি, এনসিপি ও জামায়াত নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়াচ্ছে, আর ভারতে বসে আওয়ামী লীগ হাসছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এমন পরিস্থিতি হওয়ার কথা ছিল না।”

সংবাদ সম্মেলন শেষে এনসিপি নেতাকর্মীরা পায়রা চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এসময় বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা ও মুখ্য সমন্বয়ক রিফাত রশিদসহ অন্যান্য নেতারা।

প্রসঙ্গত, ছাত্রদল নেতার দায়ের করা মামলায় রোববার এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। তবে একই মামলায় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতা অয়ন রহমান খানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

আলমডাঙ্গায় নবাগত ইউএনও’র সাথে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তারের সাথে বিএনপি নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলুর নেতৃত্বে বিএনপি নেতারা ইউএনওর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আজগর সাচ্চু, যুবদল নেতা মাগরিবুর রহমান, মহাবুল মাষ্টার প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীনুর আক্তার আলমডাঙ্গায় দায়িত্ব পালনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

মুজিবনগরে বিএনপি’র ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকার’ শীর্ষক

আলোচনা সভা

‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিএনপি’র অঙ্গীকার’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা মেহেরপুরের মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনআকাঙ্ক্ষা এবং দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে সভায় বক্তারা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “জুলাই আন্দোলনের চেতনা ও জুলাই সনদ আমাদের নতুন বাংলাদেশের পথ দেখায়। বিএনপি সবসময় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপসহীন। এই সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা দেশে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মেহেরপুর জেলা বিএনপি জনগণের পাশে থেকে এই আন্দোলন ও রূপরেখাকে সফল করতে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।”

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান প্রধান বক্তার বক্তব্যে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “ফ্যাসিবাদী শক্তির পতন হলেও তাদের ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই। জুলাই সনদের প্রতিটি দফা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে দলকে আরও শক্তিশালী করে জনগণের ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “মুজিবনগরের ঐতিহাসিক মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা আজ এই শপথ নিচ্ছি যে, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে উপজেলা বিএনপি রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কোনো অপশক্তিই আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন ও আখেরুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী,

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ারুল হক কালু, জেলা যুবদলের তথ্য সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকুসহ জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ।

সভাটি সঞ্চালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় জেলা বিএনপি, উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা আগামী দিনে দলের সকল কর্মসূচি সফল করতে এবং জনগণের পাশে থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।